ধাঁধা

জান্নাতুল ফেরদৌস
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১। এমন একটা শব্দ বলতে পারো ভাই কারো ঘরে বাদ নাই, সবার ঘরেই পাই। শেষে অক্ষর বাদ দিলে দাম বোঝায়।
উত্তর : দরজা, দর।

২। কবিতাতে আছে, আছে বিচারকে, নেই কিন্তু আসামিতে, বুদ্ধিতে আছে তাই বুদ্ধিমান বলবে তোমায়। যদি পারো উত্তর দিতে।
উত্তর : 'ব' (অক্ষর)।

৩। তিন অক্ষরের নাম তার সবার বাড়িতেই রয়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সবজি বোঝায়।
উত্তর : বালতি, লতি।

ধাঁধা

মাইশা হোসেন
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৫
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। কী দিলে বাড়ে, কমে না?
উত্তর : বিদ্যা।

২। দুই হাত আছে তার, আরো আছে মুখ, পা ছাড়াও জিনিসটার বড় সুখ। বলতো জিনিসটা কী?
উত্তর : ঘড়ি।

৩। জিনিসটার এমন কি গুণ, টাকা করে দেয় দ্বিগুণ?
উত্তর : আয়নার সামনে টাকা ধরুন।

৪। ব্যবহারের আগে ভাঙতে হবে, জিনিসটার উত্তর কে বলবে?
উত্তর : ডিম।

৫। ঘাড় আছে মাথা নেই, ভেতরেরটা পেয়ে গেলেই ফেলে দেই, বলতো কী?
উত্তর : বোতল।

ধাঁধা

ছাবিহা আক্তার মারিয়া
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। মাথার উপর আছে এক ছাতা, প্রসারিয়া সুত যদি ভূমি হয় স্থিতি, আনন্দেতে নরগণ ধায় দ্রুতগতি, আকাশে মস্তক যার পাতালে আঙ্গুল।
উত্তর : তালগাছ।

২। লাল টুকটুক ছোট মামা
গায়ে পরে অনেক জামা
উত্তর : পেঁয়াজ।

৩। যমজ ভাই যায় আসে।
একবার গিয়ে না ফিরলে
ধড়েতে না প্রাণ থাকে।
উত্তর : শ্বাস-প্রশ্বাস।

৪। ছোট্ট একটা ঘরে, পঞ্চাশ টুপি পরা, সৈনিক বাস করে।
উত্তর : দেশলাই।

৫। আট পা ষোল হাঁটু, বসে থাকে বীর বাঁটু,
শূন্যে পেতে জাল, শিকার ধরে সর্বকাল।
উত্তর : মাকড়সা।

৬। আকাশ ধুমধুম পাতালে কড়া, ভাঙল হাঁড়ি লাগালো জোড়া।
উত্তর : মেঘের ডাক ও বিজলী।

৭। কোথাও কোনো জল দেখি না। মাঠের মাঝে জল চার অক্ষরের নাম তার কী এমন সে ফল।
উত্তর : তরমুজ।

৮। তিন অক্ষরের নাম তার, অনেক লোকে খায়
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে জিনিস রাখা যায়।
উত্তর : তামাক, তাক।

৯। এমন কোনো খাবার আছে যার বাইরের অংশটা আমরা খাই কিন্তু ভিতরের অংশটা ফেলে দেই তবে এটি কোন ফলের বীজ নয়, তাহলে আমি কী?
উত্তর : ভুট্টা।

ধাঁধা

ফাতিমা তুজ জোহরা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৫
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুই পায়ে হাঁটে ও সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে।
উত্তর : মানুষ।

২। জ্বলছে তবুও পুড়ছে না, কোন সে প্রাণী বলো তো?
উত্তর : জোনাকি।

৩। শীতকালে যার নেই মান, গ্রীষ্মকালে পায় সু-সম্মান?
উত্তর : পাখা।

৪। একটি অর্ধেক আপেল দেখতে ঠিক কিসের মতো?
উত্তর : ঠিক একেবারে আপেলের বাকি অর্ধেকের মতো...।

কৌতুক

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়
একতারা হতে গান গেয়ে
কে চলে রাস্তায়?
ঘাটে থেকে নৌকা বাঁধা
সবুজ শ্যামল গাঁও;
বলতে পার এমন ছবি
কোথায় দেখতে পাও?

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

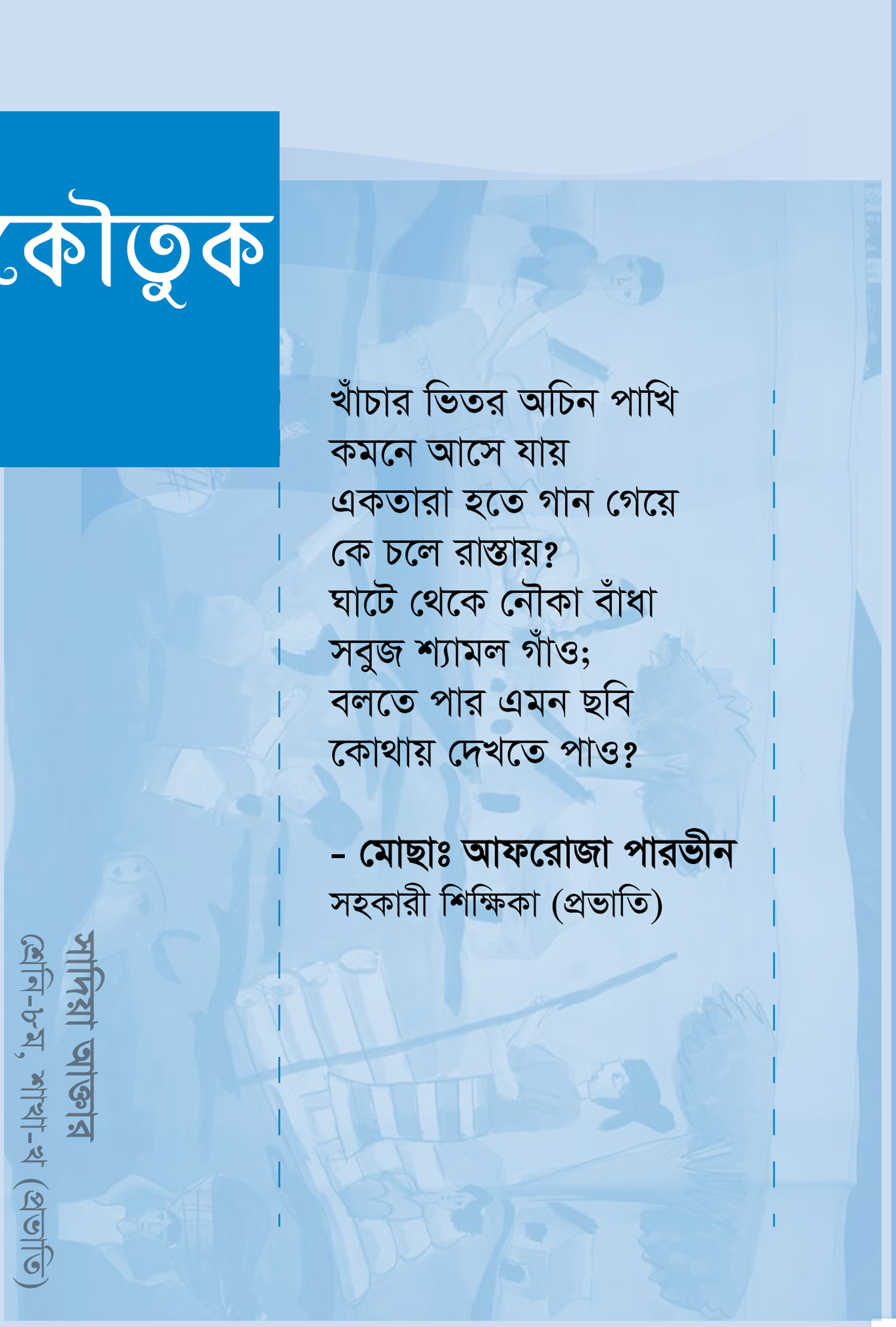

সাদিয়া আক্তার
শ্রেণি-৮ম, শাখা-খ (প্রভাতি)

কৌতুক
নাজমুল নাহার পূর্ণতা
শ্রেণি : ৫,, রোল : ০৬
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। সামনে ছালা দেওয়া
রোগী : স্যার, আমার পেট ব্যথা।
ডাক্তার : আচ্ছা, আপনার পায়খানা কেমন?
রোগী : গরিব মানুষ স্যার, পায়খানা আর কেমন হইবো, আছে একটা বাঁশের পায়খানা, সামনে ছালা দেওয়া।

২। তিন বোকা
তিন বোকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে একটি আমগাছ দেখে ১ম বোকা বলল, 'দেখ আগুলো কত সুখে ঝুলে আছে। চল আমরাও ঝুলে থাকি।' তখন তিন বোকা গাছে ঝুলে রইল। হঠাৎ ৩য় বোকা মাটিতে পড়ে গেল! তা দেখে ২য় বোকা বলল, 'কিরে পড়ে গেলি কেন?' ৩য় বোকা উত্তর দিল, 'আমি যে পেকে গেছি।'

৩। বিজ্ঞানের অর্থ
শিক্ষক : বলতো বিজ্ঞানের অর্থ কী?
ছাত্র : বিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে বড় বন্দুক
শিক্ষক : কীভাবে?
ছাত্র : বিগ অর্থ বড় আর গান অর্থ বন্দুক। অর্থাৎ বড় বন্দুক।

কৌতুক
তাসফিয়া হাসান ফারিশা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৯
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

অফিসার ও প্রার্থী কথা বলছে,
অফিসার : আপনার নাম কী?
প্রার্থী : M.P., স্যার।
অফিসার : মানে?
প্রার্থী : মোহন পাল।
অফিসার : আপনার বাবার নাম কী?
প্রার্থী : M.P., স্যার।
অফিসার : মানে কী?
প্রার্থী : মদন পালন।
অফিসার : আপনার যোগ্যতা?
প্রার্থী : M.P., স্যার।
অফিসার : এইটা আবার কী (রাগ করে)?
প্রার্থী : ম্যাট্রিক পাস।

কৌতুক
নিশাত কামাল
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৬১
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১. দুই সজারু কথা বলছে
১ম সজারু : কিরে! হাতে ব্যান্ডেজ কেন?
২য় সজারু : ভুলে নিজের পিঠ চুলকাতে গিয়েছিলাম।

২. বাবা মশা : সোনামণি কেমন লাগছে? তুমি এই প্রথম আকাশে উড়ছ!
মেয়ে মশা : খুব ভালো লাগছে। জান বাবা সবাই আমাকে দেখে হাততালি দিয়েছে।

কৌতুক
কানিজ ফাতেমা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ১৫
শাখা : ক, শিফট : দিবা

রাত ১০টার বিশেষ বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছি আমি কানিজ ফাতেমা।

শুরুথেই বিশেষ বুলেটিন– আজ রাতে বিমানে এবং মশার মধ্যে সামনাসামনি সংঘর্ষ।

এবারে বিস্তারিত : আজ রাত ৮ ঘটিকার সময় সিলেট থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বিমান শ্রীমঙ্গল চা বাগান অতিক্রম করার সময় ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি মশার সাথে সামনাসামনি সংঘর্ষ হয়। এতে বিমানের পিছনের পাখা ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে মশার একটি পা বিমানের পাখার আঘাতে রক্তাক্ত যখম হলে তাকে মহাকাশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন মশাটি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত।

কৌতুক

সুরাইয়া ইসলাম দিশা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

মা ও মেয়ের মধ্যে কথোপকথন :

মা : সব কিছুতেই তুই বেশি তর্ক করিস।
মেয়ে : মায়ের থেকে মেয়ের গুণ বেশি!
মা : তুই বেশি করিস বললাম!
মেয়ে : তাই, তাহলে তুমি বলতো অপেক্ষা গল্প কে রচনা করেছেন?
মা : সেলিনা হোসেন।
মেয়ে : তাহলে গল্পটা তার মা রচনা করতে পারল না কেন?
মা : তুই! আসলে একটা আস্ত গাধা।

কৌতুক

জাফনুন আক্তার
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৬১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১.
শিক্ষক : ক্লাসে আজও দেরি করে এসেছো! এবার কী বাহানা শোনাবে?
ছাত্র : ম্যাডাম! এত জোরে দৌড়ায়া আসছি যে বাহানা তৈরির সময়-ই পাই নাই।

২.
বিল্টু : আমি আর স্কুলে যাব না!
বাবা : কেনরে বিলটু, লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না বুঝি?
বিল্টু : তা নয়, স্কুলের স্যাররা তো কিছুই জানে না! সব প্রশ্নের তো আমাদের থেকেই জানতে চান।

৩.
শিক্ষক : চোর সম্পর্কে একটা ভালো উদাহরণ দিতে পারবে?
বিল্টু : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। অতএব নিজেকে বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলার জন্য চোরকে সবসময়ই পালাতে দিতে হবে।

কৌতুক

মাইশা রহমান
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৪৭
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১. শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে কথোপকথন :
শিক্ষক : পৃথিবীতে এমন কোনো কিছু নাই যা সম্ভব না।
ছাত্রী : স্যার আছে।
শিক্ষক : কী এমন কাজ আছে পৃথিবীতে যা করা সম্ভব নয়?
ছাত্রী : স্যার মশা আপনার গায়ে বসে কামড় দিতে পারে কিন্তু আপনি কী তা পারবেন।

২. মালিক ও চাকরের মধ্যে কথোপকথন :
মালিক : আমি আমার শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি কী নিয়ে যাই?
চাকর : স্যার কলার কাঁদি নেন।
মালিক : ঠিক আছে, তাহলে একটা কলার কাঁদিই নিই। কিন্তু তুই পিছন থেকে কলা খাবি না। আমি তোকে কলার কাঁদি মাথায় করে আমরা শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। কিন্তু এটা মাথায় রাখিস আমার পিছনেও চোখ আছে।
চাকর : (মনে মনে বলে) স্যার তো বলল তার মাথার পিছনে একটা চোখ আছে। তয় একবার পরীক্ষা করে দেখি। এই খাইলাম একটা, দুইটা, দশটা।
মালিক : আমি আমার শ্বশুর বাড়ি এসে গেছি এবার কলার কাঁদি নামা।
চাকর : নামাই।
মালিক : একি একটা কলাও নাই!!!
চাকর : স্যার আমি খাইছি।
মালিক : কেন খাইছিস?
চাকর : আপনারে দেখাইয়া তো খাইলাম। আপনে না বললেন, আপনার পিছনেও একটা চোখ আছে। তাই সেই পিছনে চোখের সামনে দেখাইয়া দেখাইয়া খাইলাম।
মালিক : হায় কপাল!!! তরে আমি আজ থেকে এই চাকরি থেকে বের করলাম।

হাসির কৌতুক

জান্নাতুল ফেরদৌস
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১.
বিচারক : তুমি দেখলে ভিক্ষুকটা রাস্তায় পড়ে গেল। তবুও তুমি বাস না থামিয়ে চলে গেলে কেন?
আসামি : কেমন করে থামাবো, হুজুর? বাসটা যে বিরতিহীন!

২. ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথন :
ডাক্তার : (রোগীকে ঔষধ দেয়ার পর) প্রতিদিন খাওয়ার পরে চার চামচ করে খাবেন।
রোগী : ডাক্তার সাহেব, আমাদের বাড়িতে চামচ মাত্র তিনটে। তাহলে কী আরেকটা চামচ ফেরার পথে কিনে নেব...?

কৌতুক

উম্মে হাবিবা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১. একটু হাসুন
১ম বন্ধু : তা তোর চাকরিটা হলো না কেন দোস্ত?
২য় বন্ধু : নিউমোনিয়অর জন্য।
১ম বন্ধু : ইন্টারভিউর সময় তোর নিউমোনিয়া হয়েছিল বুঝি?
২য় বন্ধু : না, না, নিউমোনিয়া বানান করতে বলেছিল পারিনি তাই।

২. বাংলাদেশি এক লোক বিদেশে গিয়ে-
লোক : স্যার, স্যার! আমার ঘরে চুরি হয়েছে।
পুলিশ : Tell me in English.
লোক : Cutting the বাঁশের বেড়া ঢুকিং The চোর taking the মালামাল going to the door.
পুলিশ : What is বাঁশের বেড়া?
লোক : Bamboo Stick খাড়া খাড়া তার ভিতরে পেরেক মারা।

কৌতুক

বাঁধন মণি
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১০
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১. মা ও ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে,
মা : আজ স্কুলে কোনো দুষ্টুমি করনি তো?
ছেলে : সময় পেলাম কোথায়? সারাক্ষণ তো কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলাম।

কৌতুক

রাইসা রাকিবা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১.
শিক্ষক : বল্টু বিদ্যুৎ চমকালে আমরা আগে আলো ও পরে শব্দ শুনতে পাই কেন?
বল্টু : ম্যাম, এটা তো খুবই সহজ, আমাদের চোখ আগে এবং কান পরে তাই।

২.
তিন বন্ধু একটি বিল্ডিংয়ে ১০৮ তলায় থাকে। একদিন লিফট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ওপরে যাবার জন্য। তখন এক বন্ধু বলে 'চলে আমরা সবাই একটা করে গল্প বলি। তাহলে আমরা গল্পগুলোর শুনতে শুনতে অনায়াসে ১০৮ তলা পৌঁছে যাব।' সবাই রাজি হয়।
প্রথম জন একটা ভূতের গল্প বলে। ওটা শুনতে শুনতে ওরা ৫৫ তলায় পৌঁছে যায়। পরের জন আরেকটা হাসির গল্প বলে, সেটা শুনে হাসতে হাসতে ওরা ৯৯ তলায় পৌঁছে যায়। এবার তৃতীয় জনের পালা। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, 'আমি একটা ট্রাজেডি গল্প বলবো।' বাকিরা শোনার জন্য প্রস্তুত হলে সে বলে, 'ফ্ল্যাটের চাবি তো আমরা গাড়িতেই ফেলে এসেছি।

কৌতুক

আংকিতা আহমেদ
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১. বাবা ও বল্টুর মধ্যে কথোপকথন :

বল্টু : বাবা জান, আমি একটা কাজ কিছুতেই করতে পারি না। তারপরও স্যার আজকে আমাকে ভীষণ মেরেছে।

বাবা : তাই না কি বাবা। এটা তো খুবই দুঃখজনক কথা। আমি কালকেই তোমার স্যারের সাথে এ বিষয়ে কথা বলব, না পারলে শিখিয়ে দেবে। এভাবে পিটুনি দেয়ার কী আছে। তা কোন কাজটা তুমি করতে পার না শুনি?

বল্টু : বাড়ির কাজ, বাবা।

২.

ছেলে : বাবা একটু আগে আমি রাস্তায় এক কোটি টাকা পাইছিলাম, পরে আবার ফালায় দিছি।

বাবা : আরে আজব তো, তুই কি আবুল নাকি? এতগুলো টাকা ফালায় দিচ্ছ কেন?

ছেলে : বাবা তুমিই তো বলছ রাস্তা থেকে এক টাকা পকেটে ভরলে দুই টাকা যায়। তাই ফালায় দিছি। আর আমি যদি এক কোটি টাকা নিয়া পকেটে ভরতাম তাহলে দুই কোটি টাকা কে দিত? তুমি দিতা নাকি?

বাবা : আরে আবুল, আমাদের কাছে কি দুই কোটি টাকা আছে নাকি? যে আমরা দুই কোটি টাকা দিব।

ছেলে : আসলেই তো, এটা তো দেখা যায় তাহলে ভুল করে ফেলছি। My mistake dady.

কৌতুক

সানজিদা আক্তার লামিয়া
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২৬
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১. শিক্ষক ও তমার মাঝে কথোপকথন :

শিক্ষক : অপারেশন সার্চলাইট কাকে বলে?

তমা : স্যার... অপারেশনের সময় যে লাইট জ্বালানো হয় তাকে অপারেশন সার্চলাইট বলে।

২. তমা ও লামিয়ার মাঝে কথোপকথন :

তমা : বলতো গাছ থেকে ফল উপরে না গিয়ে নিচে পড়ে কেন?

লামিয়া : আরে... উপরে তো কোনো খাওয়ার মানুষ নেই তাই নিচে পড়ে।

৩. তমা, লামিয়া ও বিথির মাঝে কথোপকথন :

লামিয়া : কোন খেলা খেলতে খুব বাজে লাগে?

তমা : একটু ভেবে... জানি না।

বিথি : ব্যাডমিন্টন, কারণ এ খেলার শুরুটাই হয় ব্যাড দিয়ে।

৪.

স্যার : বল তো পল্টু। সেলফি কাকে বলে?

পল্টু : স্যার। মুখখানা মুরগির ঠোঁটের মতো চুক্কা কইরা মানসিক রোগীর মতো ডাইনে বামে কাইত কইরা চক্ষু দুইডারে বাইরে আইন্না স্বহস্তে ছবি তোলাকে সেলফি বলে।

৫. বল্টুর মারাত্মক ইন্টারভিউ! ইন্টারভিউ কক্ষে বল্টু মিয়াকে অফিসার বললেন, 'আপনার ওয়ার্ড পাওয়ার দেখা যাক, ভালোর বিপরীত?

বল্টু : খারাপ।

অফিসার : যাওয়া।

বল্টু : আসা

অফিসার : কুৎসিত

বল্টু : সুৎসিত।

অফিসার : সুৎসিত???

বল্টু : কুৎসিত।

অফিসার : (রাগান্বিত হয়ে) চুপ করেন মিয়া।

বল্টু : বলতে থাকেন বিবি।

অফিসার : (আরও রেগে) অনেক হয়েছে আপনি যেতে পারেন।

বল্টু : কিছুই হয়নি, আপনি আসতে সক্ষম।

অফিসার : (ততোধিক রাগান্বিত হয়ে) হোয়াট দ্য হেল ইজ রং উইথ ইউ।

বল্টু : হোয়াট দ্য হেভেন ইউ রাইট উইথ ইউ?

অফিসার : (চিৎকার করে) বেরিয়ে যান।

বল্টু : ভিতরে আসো।

অফিসার : ওহ্ মাই গড!

বল্টু : ওহ্ ইউর ডেভিল!

অফিসার : (নরম স্বরে) আপনি রিজেক্টেড!

বল্টু : (চিৎকার করে) আমি সিলেক্টেড; ধন্যবাদ স্যার।

কৌতুক

মোবাশিরা বিনতে বেলিম
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৬
শাখা : =, শিফট : দিবা

১। বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন :

বাবা : পল্টু! তোকে না বলেছিলাম ভালো ম্যাচ কিনে আনতে।

ছেলে : বাবা আমি তো ভালো ম্যাচই এনেছিলাম।

বাবা : কি ম্যাচ কিনেছিস একটা কাঠিও তো জ্বলে না।

ছেলে : কেন বাবা আমি তো সব কাঠি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে চেক করে আনলাম।

কৌতুক

নাফিসা ইসলাম
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৩১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১.
শিক্ষক : বল টিপু আকাশে বিজলি চমকায় এটার ইংরেজি কী?
ছাত্র : The sky বিজলিয়িং ঠাস ঠাস।

২.
নতুন ভাড়াটে : ঘরের ছাদ থেকে কী সবসময়ই এমন পানি পড়ে?
বাড়িওয়ালা : না, না, তা কেন? শুধু বর্ষার সময়েই পানি পড়ে।

৩. স্বামী বাজারে যাচ্ছে :
স্বামী : বাজার থেকে কী আনব?
স্ত্রী : যা পান তাই নিয়ে আসেন।
স্বামী : জাপান (দেশ) কেনার মতো টাকা আমার নেই।

কৌতুক

সাদিয়া আক্তার সেতু
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০৪
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

* রেডিও স্টেশনে কল :
বাবলু : এফএম রেডিও স্টেশনে কল করল। 'হ্যালো' এটা কি এফএম ৮৭.৫?
আরজে : জ্বী বলুন।
বাবুল : আমার কথা কি পুরো শহরে শোনা যাচ্ছে?
আরজে : হ্যাঁ, সবাই শুনতে পারছে। আপনি বলুন।
বাবুল : তার মানে আমার বোন যে রেডিও শুনছে, সেও শুনতে পারছে?
আরজে : আরে বেকুব হ্যাঁ।
বাবুল : হ্যালো পিংকি, যদি আমার কথা শুনতে পাস তাহলে জলদি পানির মোটর চালু কর। আমি টয়লেটে বইসা আছি আর পানি শেষ। একটু জলদি কর।

* শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন :
শিক্ষক : কিরে পটলা, সবাইতো বেশ সুন্দর জঙ্গলের ছবি এঁকেছে। তোর খাতাটা সাদা কেন?
ছাত্র : ওখানে আগে জঙ্গল ছিল স্যার, এখন মরুভূমি হয়ে গেছে।

কৌতুক

ঐশী সরকার আঁচল
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪১
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১. শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন :
শিক্ষক : বলো তো, সাইক্লোন কাকে বলে?
ছাত্র : সাইকেল কেনার জন্য ব্যাংক থেকে যে লোন নেওয়া হয় তাকেই সাইক্লোন বলে।

২. ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথন :
রোগী : ডাক্তার সাহেব আমি আমার ওজন কমাতে চাই।
ডাক্তার : তাহলে আপনি প্রতিদিন সকালে দুটো রুটি খাবেন। দুপুরে ভাত খাবন ও রাতে একটা রুটি খাবেন।
রোগী : এগুলো কী খাওয়ার আগে খাব না কী পরে খাব।

৩. মা ও মেয়ের কথোপকথন :
মেয়ে : মা তুমি না কি ঘুষ খাও?
মা : তুমি দেখছ!
মেয়ে : না শুনছি।
মা : শোনা কথায় কান দিতে নেই।
দুই দিন পর
মা : তুমি নাকি ফেল করছ, টুনি?
মেয়ে : তুমি দেখছ?
মা : না শুনেছি।
মেয়ে : শোনা কথায় কান দিতে নেই মা।

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কথোপকথন :
ক্রেতা : আমাকে ১০০ গ্রাম চিনি দিন।
বিক্রেতা : ওই তো ওই বস্তায় আছে নিয়া নিন।
ক্রেতা : কিন্তু এখানে তো লবণ লেখা।
বিক্রেতা : আরে পিঁপড়াগুলো চিনি খায়, লবণ খায় না, তাই লিখেছি।

কৌতুক

ফারিহা কামাল
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ০২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

"কিছু নিরীহ, সহজ-সরল এবং
১০০% ভুল এক কথায় প্রকাশ!"

১। যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় না চাহিলে যারে পাওয়া যায় = মশা।

২। বিনা নোটিশে পড়ার সময় যে হাজির হয় = ঘুম।

৩। সুলভ (অন্যান্য সময়) হয়েও দুর্লভ (বৈশাখের আগে) যে = পদ্মার ইলিশ।

৪। সকল রাত্রির সমাহার = পরীক্ষার আগের রাত্রি।

৫। শুধু হাসি দিয়ে পরিচয় = আয়মান সাদিক।

৬। ঘুম আসে না ঘুমও স্বার্থপর = লেট নাইট ফেসবুকিং।

৭। স্বপ্নগুলো স্বপ্ন হয়েই রয় = পরীক্ষায় (বাংলা) ১০০ পাওয়া।

৮। আশপাশে অনেকে থাকা সত্ত্বেও একাকীত্বের অনুভূতি যেখানে বিরাজমান = পরীক্ষার হল।

৯। একবার কেড়ে নিলে যা ফিরে পাওয়া দুষ্কর = পরীক্ষার খাতা।

১০। ভালো না লাগলেও যা বাধ্য হয়ে (হাসিমুখে) করতে হয় = পড়াশোনা।

১১। সবচেয়ে বড় মিথ্যুক হল সেই ব্যক্তি, (আমি না! মানে সবাই না।) যে পরীক্ষার হলে এসে বলে = আমি তো কিছুই পড়ি নাই।

১২। ঘণ্টা পড়ার পর টিচার খাতা নিয়ে গেলে যা মনে হয় = শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

১৩। পরীক্ষায় নকল করা অবস্থায় ধরা পড়ে গেলে উপরওয়ালার প্রতি = বিপদে মোরে রক্ষা কর।

১৪। যাতে কোনো রস নেই = রসায়ন।

১৫। বাংলা পড়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি দেখি অংক পরীক্ষা তখন মনে হয় = পালাই বহুদূরে।

কৌতুক

সাবিহা আক্তার সানভী
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৫২
শাখা : খ, শিফট : দিবা

১। বাবা : তোমরা পড়াশোনার জন্য কত টাকা খরচ হয় জানা আছে কী!
ছেলে : হ্যাঁ, বাবা সেই জানাই তো আমি কম পড়াশোনা করি, যাতে খরচ একটু কমে!

২। দুই বন্ধুর মধ্যে বাথরুমে গান গাওয়া নিয়ে কথা চলছে...
১ম বন্ধু : জানিস, আমাদের বাসার সবাই বাথরুমে গান গায়।
২য় বন্ধু : সবাই?
১ম বন্ধু : হ্যাঁ সবাই, চাকর-বাকর পর্যন্ত।
২য় বন্ধু : তোরা তাহলে সবাই খুব গানের ভক্ত!
১ম বন্ধু : দূর তা নয়, আসলে আমাদের বাথরুমের ছিটকিনিটা নষ্ট তো, তাই!

৩। ছেলে : আম্মু প্রস্রাব করতে যাব।
মা : যাও।
(প্রস্রাব করে আসার পর)
ছেলে : জানো আম্মু, টয়লেটে না ম্যাজিক আছে!
মা : কিসের ম্যাজিক?
ছেলে : আমি টয়লেজের দরজা খুললাম, অমনি একা লাইট জ্বলে উঠল, আবার বন্ধ করলাম, সাথে সাথে লাইটও বন্ধও হয়ে গেল।
মা : ওরে আমারে মাইরালা! আরে হারামজাদা তুই ফ্রিজে প্রসাব করে আসলি!!!

কৌতুক

সাহিবা হোসেন প্রীতি
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ১২
শাখা : খ, শিফট : দিবা

বাচ্চাদের স্কুলে ইংরেজি নতুন পড়ানো শুরু হয়েছে।
বল্টু : দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'জুন আই কাম ইন স্যার'?
স্যার : একটু ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে বললেন, 'এই নতুন ইংরেজি কোত্থেকে আমদানি করলে?'
বল্টু : স্যার, আপনিই তো বলেছিলেন?
স্যার : আমি তো মে আই কাম ইন স্যার বলতে বলেছিলাম।
বল্টু : ওইটা তো আপনি গত মাসে বলেছিলাম। এখন তো মে মাস শেষ। আজ থেকে জুন মাস শুরু স্যার!!